দৈনিক সংবাদ

4

তারিখ ... SEP 13 199[illegible]
পৃঃ 4 কলাম ৩

ভারতেশ্বরী হোমসে দু'ছাত্রীর আত্মহত্যা ঘটনা এখনও রহস্যাবৃত

মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ভারতেশ্বরী হোমসের দুই ছাত্রী শুভ্রা এবং পান্নার মৃত্যু এখন পর্যন্ত রহস্যময়ই রয়েছে। শুভ্রা ও পান্নার অভিভাবকরা বলেছে কর্তৃপক্ষের নানা প্রকার নির্যাতনে তাদের মৃত্যু হয়েছে। কর্তৃপক্ষ বলছে পারিবারিক কোন জটিলতার কারণে তারা আত্মহত্যা করেছে। তদন্তকারী পুলিশ কর্মকর্তাও প্রাথমিক তদন্তে এ দুই ছাত্রী আত্মহত্যা করেছে বলেই জানিয়েছে। তবে এসব বক্তব্য সবই অনুমাননির্ভর।

শুভ্রা দশম শ্রেণীর বাণিজ্য বিভাগের এবং পান্না একই শ্রেণীর মানবিক বিভাগের ছাত্রী ছিল। ছাত্রী নিবাসের তৃতীয় তলার ১৭ এবং ২০ নং কক্ষে এরা থাকত। গত ২৮শে আগস্ট সকালে পুলিশ মূল ভবন থেকে আনুমানিক ৫০ গজ দূরে ডাইনিং হলের পাশে অবস্থিত বাথরুমের ৪নং কক্ষ থেকে শুভ্রাকে ওড়না দিয়ে পানির পাইপের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় এবং পান্নাকে মেঝেতে পড়ে থাকা অবস্থায় উদ্ধার করে। অবশ্য তার গলাতেও ওড়না পেঁচানো ছিল বলে পুলিশ জানিয়েছে। শুভ্রার মা ছবি কর্মকার, মামা কার্তিক কর্মকার এবং পান্নার দূর সম্পর্কের দুলাভাই ও তার স্থানীয় অভিভাবক মনোরঞ্জন শর্মার সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে আলাপ হলে তারা জানান, হোমস কর্তৃপক্ষের নির্যাতনই শুভ্রা এবং পান্নার মৃত্যুর জন্য দায়ী।

শুভ্রার মা ছবি কর্মকার জানান, শনিবার বিকেলে স্টাডি ক্লাসে আসার পথে সিঁড়িতে এক শিক্ষিকার গায়ে ধাক্কা লাগলে 'সরি' না বলায় ওই শিক্ষিকা শুভ্রাকে সকল ছাত্রীর সামনে প্রায় দুই ঘণ্টা নিল ডাউন করে রাখে। একথা তিনি কয়েকজন ছাত্রীর নিকট থেকে জানতে পেরেছেন বলে জানান। কিন্তু তিনি সেই ছাত্রীদের নাম ও কথিত শিক্ষিকার নাম বলতে পারেননি। পান্নার দুলাভাই মনোরঞ্জন শর্মা জানান, কোন প্রকার নির্যাতনের ঘটনা না ঘটলে পান্নাকে বাথ রুমে গলায় ওড়না পেঁচানো মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল কিভাবে। কিন্তু কি ধরনের নির্যাতন করা হয়েছে এবং কে করেছে তা তিনি জানাতে পারেননি। অর্থাৎ শুভ্রা ও পান্নার মৃত্যুর ব্যাপারে তাদের অভিভাবকদের দাবি এখন পর্যন্ত অনুমাননির্ভর।

শুভ্রা ও পান্নার মৃত্যুর ব্যাপারে হোমস কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তারা প্রথম থেকেই এ দুই ছাত্রীর মৃত্যুকে নির্যাতনের কোন ঘটনা নয় বলে জানিয়েছেন। নিল ডাউনের কথাও অস্বীকার করেছেন। পারিবারিক কোন জটিলতার কারণে আবেগতাড়িত হয়ে শুভ্রা এবং পান্না আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে বলে হোমস কর্তৃপক্ষ মনে করেন। তবে কি ধরনের পারিবারিক জটিলতা যা থেকে শুভ্রা ও পান্না এক সঙ্গে আত্মহত্যা করল তা হোমস কর্তৃপক্ষ জানাতে পারেননি।

এ ব্যাপারে মির্জাপুর থানায় অপমৃত্যুর মামলা দায়ের হয়েছে। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এএসআই আনোয়ার হোসেন শুভ্রা ও পান্নার লাশ বাথ রুম থেকে উদ্ধার করেন। শুভ্রা ও পান্নার মৃত্যুর ব্যাপারে তিনি প্রাথমিক তদন্ত থেকে জানান, এ দুই ছাত্রীর মৃত্যু আত্মহত্যা বলেই মনে হচ্ছে। তবে পোস্ট মর্টেমের রিপোর্ট পেলে সব বোঝা যাবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। শুভ্রা ও পান্না হয়তো আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু যে বাথ রুমের একই কক্ষে তারা আত্মহত্যা করেছে সেই বাথ রুমটি হল মূল ভবন থেকে আনুমানিক ৫০ গজ দূরে ডাইনিং হলের পাশে অবস্থিত। এ বাথ রুমে যাওয়ার একটি মাত্র দরজা যা বিকেল ৫টায় লকআপ করা হয় বলে জানায় ওই বাথ রুমের কেয়ারটেকার লক্ষ্মী রানী রাজবংশী। সেদিন সে তা বন্ধ করে রেখেছিল। তা হলে কিভাবে পান্না ও শুভ্রা ওই বাথ রুমে ঢুকল? অবশ্য এ ব্যাপারে মৃতদেহ দুটি উদ্ধারকারী পুলিশ কর্মকর্তা বন্ধ দরজার একটি কড়া খোলা পেয়েছিল বলে জানিয়েছে। এছাড়া সন্ধ্যা থেকে ঘুমানোর আগ পর্যন্ত তিনবার ছাত্রীদের রোলকল করা হয়। সেদিন তা করা হয়েছিল কিনা। কর্তৃপক্ষ বলেছে সেদিনও তা হয়েছিল। কিন্তু নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন ছাত্রীর কাছ থেকে জানা গেছে যে করা হয়নি। তাছাড়া রাতে খাবার পর একতলা থেকে অন্য তলায় যাওয়ার সব গেট বন্ধ করে দেয়া হয়। সেদিনও যথাসময়ে কলাপসিবল গেটগুলো বন্ধ করা হয়েছিল। তা হলে কিভাবে পান্না এবং শুভ্রা তা ডিংগিয়ে মূল ভবন থেকে প্রায় ৫০ গজ দূরের বাথ রুমে এসেছিল এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা সঠিক জবাব দিতে পারেননি।

পান্না ও শুভ্রার মৃত্যুর ব্যাপারে তাদের অভিভাবকদের মতো হোমস কর্তৃপক্ষও সিআইডিকে দিয়ে তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। ভারতেশ্বরী হোমসের পরিচালক প্রতিভা মুৎসুদ্দি এ ব্যাপারে জানান, সুষ্ঠু তদন্ত হলে পান্না ও শুভ্রার মৃত্যুর ব্যাপারে আসল কারণ বের হয়ে আসবে।